



# বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট#ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

[www.btrc.gov.bd](http://www.btrc.gov.bd)



## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

### ডিজিটাল সেবা উদ্যোক্তাদের নিয়ে বিটিআরসিতে গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ২৮ অক্টোবর ২০২৪।

দেশের ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা প্রদানে সুলভে মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত, সমন্বয়যোগী পলিসি প্রণয়ন, নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ, প্রান্তিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, স্মার্টফোনের পেনিট্রেশন বৃদ্ধি, টেলিযোগাযোগ আইনের সমন্বয়যোগী সংস্কার এবং ডিজিটাল লিটারেসি ও ডিজিটাল সেবার বহুমাত্রিক ব্যবহারের লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সোমবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওস্থ বিটিআরসি ভবনে 'Leveraging Telecommunication Power for Escalating Digital Services in Bangladesh' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এসব তুলে ধরেন আলোচকরা। বিটিআরসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব:) এমদাদ-উল-বারী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে আইসিটি বিভাগের সচিব জনাব শীষ হায়দার চৌধুরিসহ টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিটিআরসির সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ খলিল-উর-রহমান এর সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান চালডালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ওয়াসিফ আলিম। তিনি বলেন, ভারতে ই-কমার্স বাজার ৭৫ বিলিয়ন ডলার অন্যদিকে বাংলাদেশ ১.৩ বিলিয়ন এবং ইন্দোনেশিয়ার ৪৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে ৬০ লাখ অনলাইন গ্রাহক রয়েছে, অন্যদিকে ভারতের ১৫ কোটি আর ইন্দোনেশিয়ার ৪ কোটি অনলাইন কাস্টমার রয়েছে।

বিডিজেবস ডট কম এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব একেএম ফাহিম মশরুর বলেন, ব্রডব্যান্ডের ন্যায় মোবাইল ডাটার দামও কমিয়ে আনা প্রয়োজন এবং ব্রডব্যান্ডের ন্যায় আনলিমিটেড মাসিক মোবাইল ডাটা মূল্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকার মধ্যে আনা উচিত। মোবাইল অপারেটর কর্তৃক কিস্তিতে স্মার্টফোন কেনার সুযোগ দিলে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী বাড়বে বলেও জানান তিনি।

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান দারাজ লিমিটেড এর চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার এএইচএম হাসিনুল কুদ্দুস রুশো বলেন, গ্রাহককে এসএসএম প্রদানের ক্ষেত্রে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছাড় দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটরগুলো এক বছর মেয়াদী চুক্তিবদ্ধ হয়ে কম খরচে সাবস্ক্রিপশন সুবিধা প্রদান করতে পারে। যারা বেশি এসএমএস ব্যবহার করে তাদের জন্য ছাড় বেশি দেওয়া যেতে পারে।

রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান পাঠাও এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ফাহিম আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের জন্য ডাটা লোকালাইজেশন ও ডাটা প্রটেকশন আইন জরুরি। দেশের ৬০ ভাগ ডিজিটাল কমার্স ফেসবুকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ফেসবুকে প্রায় ৩ লাখের বেশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছে যাদের বেশিরভাগ নারী। তাই একটি প্রায়টফর্ম থেকে যাতে গ্রাহকের ডাটার সাথে কানেক্ট করা যায় সে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

বাংলালিংকের চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার জনাব তাইমুর রহমান বলেন, যদি শতকরা ১০ ভাগ ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়ে তাহলে তা জিডিপিতে ১.৮ শতাংশ ভূমিকা রাখে। ভয়েস সেবা থেকে আয় কমছে জানিয়ে তিনি বলেন, মোবাইল অপারেটরদেরকেও ডিজিটাল সার্ভিস দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এজন্য ডাটিকেল ইন্ট্রোগ্রেশন অব পলিসি করার ওপর তাগিদ দেন তিনি।

বিটিআরসির সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব:) ওয়াহিদুজ্জামান টেলিযোগাযোগ আইন সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বাংলাদেশের বাজার এ মুহুর্তে এআই বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। ডাটা শেয়ার করার জন্য একটি ইউনিক প্রায়টফর্ম তৈরির তাগিদ দেন তিনি।

বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জুয়েল বলেন, স্মার্টফোন এর ব্যবহার বাড়তে বিটিআরসি কাজ করছে। এনআইআর সিস্টেম চালু করতে কয়েকমাস সময় লাগবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মোবাইল ইন্টারনেটের গতি বাড়তে অপারেটরদেরকে বিদ্যমান স্পেকট্রাম যথাযথ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, দেশে ডিজিটাল ডিভাইড কমে আসছে ধীরে ধীরে। টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য সরকার-একাডেমিয়া ও খাত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে একটা সহযোগিতা প্রয়োজন। আইসিটি বিভাগ ডিজিটাল সচেতনতা তৈরিতে কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে বিটিআরসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব:) এমদাদ-উল-বারী বলেন, বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ আইনে মন্ত্রণালয় থেকে পূর্বানুমোদন নিতে হয় বিধায় লাইসেন্স প্রদানে বিলম্ব হয়। সেক্ষেত্রে লাইসেন্স অথোরিটি থাকা দরকার বিটিআরসির কাছে। পলিসি তৈরি করবে মন্ত্রণালয় এবং আইন তৈরি করবে সংসদ। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিউ) নিয়মানুযায়ী কোনো গ্রাহক তিনমাসে ১বার ডাটা ব্যবহার করলে তাকে ব্যবহারকারী ধরা হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, গ্রাহকের ডাটা প্রটেকশন গুরুত্বপূর্ণ এজন্য একটা চলনসই আইন প্রয়োজন হবে। গবেষণা রিপোর্টের এর কাজ নয় জানিয়ে তিনি বলেন, ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়া গবেষণা করবে সেক্ষেত্রে বিটিআরসি ইনসেন্টিভ প্রদান করতে পারে।


গোলটেবিল বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে বিটিআরসির ভাইস-চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ, মহাপরিচালকবৃন্দ এবং ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে তাদের মতামত প্রদান করেন।

- ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন।  
দৃষ্টি আকর্ষণ: উপ-মহাপরিচালক (বার্তা)
- ২। প্রধান বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ; ঢাকা।
- ৩। হেড অব নিউজ/চিফ রিপোর্টার/ অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর;  
বার্তাসংস্থা/টেলিভিশন চ্যানেল/ রেডিও স্টেশন, ঢাকা।

#### অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

- ১। মহাপরিচালক (এসএস), বিটিআরসি।
- ২। সচিব, বিটিআরসি।
- ৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিটিআরসি।
- ৪। অফিস কপি।

অনুরোধক্রমে

  
২৫/১০/২০২৪

মো: জাকির হোসেন খান  
উপ-পরিচালক (মিডিয়া)  
মোবাইল: ০১৫৫২২০২৮৪০

E-mail:

[zakirkhan@btrc.gov.bd](mailto:zakirkhan@btrc.gov.bd)